ইউপিএ কি দেশশাসনের ইচ্ছে হারিয়েছে ?

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

প্রতিকুলতার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার। সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রশ্নচিন্হের মুখে। অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। মন্ত্রীদের মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই। দুর্নীতি সরকারের ভাবমূর্তির আরও ক্ষতি করেছে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী কখনই জননেতা ছিলেননা। পরবর্তী প্রজন্মের কোনও নেতাকে এখনও খুঁজে বের করতে পারেনি ইউপিএ। এমন কি ইউপিএ নেতাদের কথাতেও নৈরাশ্যের সুর ধরা পড়ছে। দেশশাসনের ইচ্ছে হারিয়েছে ইউপিএ। লড়াই করে ঘুরে দাঁড়ানোর ইচ্ছে হারিয়েছে ইউপিএ নেতৃত্ব। ইউপিএর কাজ না করার মানসিকতা, ও তাদের পড়তি ভাবমূর্তি আরও ভুলের জন্ম দিচ্ছে। তারা ভাবছে ক্ষমতা চিরস্থায়ী। এবং কোনও রাজনৈতিক শক্তি তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেনা। বেশী প্রচারের বিপদ রয়েছে। মানুষ এধরণের প্রচারকে পছন্দ করেনা। ইউপিএ নেতৃত্ব নিজেদের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সংসদের সদ্যসমাপ্ত অধিবেশনে তাদের সামর্থের অভাবের প্রমাণ মিলেছে। অধিবেশন চালানোর জন্য কোনও প্রয়াস নজরে আসেনি। মাঝপথেই অধিবেশন পরিত্যক্ত হয়। ইউপিএর সদস্য, তাদের জোটসঙ্গী ও সমর্থকরাই বারবার অধিবেশন চালানোয় বাধা দিয়েছে। লোকপাল বিল পাশ হতে কয়েকবছর দেরি হয়েছে কারণ এখন যে পরিবর্তনগুলি আনা হয়েছে তা প্রথমে মানতে চায়নি কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার। আন্না হাজারের সঙ্গে আলোচনায় যেতে চায়নি তারা। ২০১১ র ২৯ শে ডিসেম্বর বিলে কোনও সংশোধন গ্রহণ করতে চায়নি তারা। সলেক্ট কমিটির সুপারিশ মানতেও অস্বীকার করেছিল তারা। একন চাপের মুখে নিজেদের অবস্থান বদল করেছে ইউপিএ।

এখন আপের সঙ্গে চলার ক্ষেত্রে ইউপিএর গেম প্ল্যান কি হবে সেই প্রশ্ন সামনে আসছে। আপ কে কংগ্রেসের বি টিম বলা পুরোপুরি ঠিক হবেনা। এখন কংগ্রেসই বরং আপের বি টিম হওয়ায় রাজী হয়েছে। যা ফের তাদের লড়াই এর ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাচ্ছে। তেলেঙ্গানার ক্ষেত্রে কংগ্রেস অশান্তিকে প্রশ্রয় দিল। যদিও পৃথক রাজ্য হওয়া উচিৎ, তবুও ভাঙতে বসা রাজ্যের দু প্রান্তের মানুষকে পাশাপাশি বসিয়ে কারোও প্রতি যাতে কোনও অবিচার না হয় তা নিশ্চিত করার ক্ষমতাই হারিয়েছে কংগ্রেস। দেশের অর্থনীতির পুনরুজীবন বা নিজেদের দুর্নীতিগ্রস্থ ভাবমূর্তির পরিবর্তনেও কোনও ভূমিকা নেয়নি কংগ্রেস। নিজেদের ভুল থেকেও কোনও শিক্ষা নেয়নি কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার। সংসদের অধিবেশনের শেষ দিনে রাজ্যসভায় সামপ্রদায়িক হিংসা বিল আনার প্রবল চেষ্টা করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই বিল মারাত্মক। সমাজকে দ্বিখন্ডিত করার চেষ্টা হয়েছে এই বিলে।সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ক কাঠামোর পক্ষেও এই বিল মারাত্মক। স্বরাষ্ট্র দফতরের অদক্ষতাতেই শেষপর্যন্ত বিলটি পেশ হয়নি।

এই সরকারকে প্রতিবন্ধী সরকার বললেও কম বলা হয়।